প্রথম আলো
অনলাইন সংস্করণ

বন্ধ করুন | প্রিন্ট করুন

ঢাকা, শনিবার, ৮ মার্চ ২০০৮, ২৫ ফাল্গুন ১৪১৪, ২৯ সফর ১৪২৯
বর্ষ ১০, সংখ্যা ১২২, আপডেট : বাংলাদেশ রাত ২টা ৩৫ মিনিট

লেখকের জেন্ডার নেই

সেলিনা হোসেন

চন্দ্রাবতী সপ্তদশ শতকের কবি। তিনি কিশোরগঞ্জ জেলার পাতুয়াইর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা ছিলেন মনসামঙ্গলের কবি দ্বিজবংশী দাস।

চন্দ্রাবতীই প্রথম কবি, যিনি রামায়ণের প্রচলিত কাহিনী ভেঙে যে রামায়ণ রচনা করেন, তার মুখ্য চরিত্র রাম নয়, সীতা।

তাঁর এই ব্যতিক্রমী রচনা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসবিদদের কাছে গুরুত্ব পায়নি। বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে চন্দ্রাবতীর রামায়ণের নতুন মূল্যায়ন করেন নবনীতা দেবসেন।

দেখা যাচ্ছে ৩০০ বছরের বেশি সময় ধরে চন্দ্রাবতী বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে শুধু নারী হওয়ার কারণে উপেক্ষিত ছিলেন। প্রথমে তাঁর পরিচয় ছিল দ্বিজবংশী দাসের কন্যা হিসেবে। দ্বিতীয়ত, তিনি কবি হিসেবে পরিচিতি পেলেও তাঁকে 'মহিলা কবি' বলা হতো।

চন্দ্রাবতী এখন গবেষণার বিষয়। শুধু বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে নয়, নারীবাদী চিন্তার দৃষ্টিকোণ থেকেও তাঁকে মূল্যায়ন করা হচ্ছে। নতুন আঙ্গিকে ব্যতিক্রমী চিন্তার কবি হিসেবে তাঁকে নিয়ে লিখছেন অনেকে। বের করা হচ্ছে তাঁর রচনার নানা দিক।

এটিই ইতিহাসের সত্য। 'মহিলা কবি' বলে উল্লেখ করা হলেও তাঁকে গণ্ডিবদ্ধ করে রাখা সম্ভব হয়নি। তিনি তাঁর নিজস্ব শক্তির জোরেই ইতিহাসের পাতায় উঠে এসেছেন। শুধু নারী বলে তাঁকে দমিয়ে রাখা যায়নি। যাঁরা তাঁকে ইতিহাসের মূলধারায় আনতে কুণ্ঠিত ছিলেন, তাঁদের অনেকেই ইতিহাসের পাতা থেকে হারিয়ে গেছেন।

ইতিহাসই বলে দেয় লেখক জেন্ডার বৈষম্যের উর্ধ্বে। সবচেয়ে বড় কথা, লেখকের জেন্ডার নেই। তিনি নারী বা পুরুষ নন। তিনি সৃজনশীল মানুষ। তিনি তাঁর সৃজনশীল ক্ষমতা দিয়ে তাঁর জন্য একটি জায়গা তৈরি করেন। এ জন্য তিনি নারী না পুরুষ এটা মুখ্য বিষয় নয়। মুখ্য বিষয় তাঁর শক্তি–একই সঙ্গে মেধা, শিল্পবোধ, পরিশ্রম।

সত্তরের দশকে একবার একজন কবির সঙ্গে নারী লেখকদের 'লেখিকা' বলে আখ্যায়িত করায় বিতর্ক করেছিলাম। কারণ, তিনি এমন একটি মন্তব্য করেছিলেন যে লেখিকাদের উচিত লেখকের মনোরঞ্জন করে তাঁদের উজ্জীবিত করা। মাথায় তখন আগুন জ্বলে উঠেছিল।

অভিধানে লেখক শব্দের তিনটি অর্থ আছে ১. যে লেখে ২. গ্রন্থাদির রচয়িতা ৩. গ্রন্থকার। নিঃসন্দেহে এটি একটি জেন্ডার সংবেদনশীল শব্দ। এই শব্দের অর্থে বলা হয়নি যে এটি পুরুষবাচক শব্দ। অথচ শব্দটির স্ত্রীবাচক বানানো হয়েছে নারীদের জন্য 'লেখিকা' উল্লেখ করে।

এটাকেই ভাষার রাজনীতি বলি। শব্দকে ব্যবহার করা হয়েছে নারীকে হেয় করার জন্য। পুরুষ পণ্ডিতরা ভাষায় লিঙ্গ বৈষম্য তৈরি করার ক্ষেত্রে ব্যাকরণের সূত্র আবিষ্কার করেছেন লিঙ্গ বিভাজন সৃষ্টি করে।

নারীকে গায়ের জোরে লেখিকা বানানোর দরকার নেই। অজস্র পুরুষ লেখক ছিলেন, যাঁদের ইতিহাস টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করেনি। চন্দ্রাবতীদের বের করতেই হবে!

লেখক: কথাসাহিত্যিক।

URL : http://www.prothom-alo.com/print.php?t=f&nid=MjExMTY=

বন্ধ করুন | প্রিন্ট করুন

Home | About Us | Feedback | Contact

Best viewed at 1024 x 768 pixels and IE 5.5 & 6

Editor : Matiur Rahman, Published by : Mahfuz Anam, 52 Motijheel C/A , Dhaka-1000.
News, Editorial and Commercial Office: CA Bhaban, 100 Kazi Nazrul Islam Avenue, Karwan Bazar, Dhaka-1215.
Phone: (PABX) 8802-8110081, 8802-8115307-10, Fax: 8802-9130496, E-mail : info@prothom-alo.com

Copyright 2005, All rights reserved by
Prothom-Alo.com
Privacy Policy | Terms & Conditions